প্রথম আলো

তারিখ: 7 SEP 2012
পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

ছাত্রলীগের নিয়োগ বাণিজ্য!

তৌহিদী হাসান ও মাজমুস সাকিব ●

কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনজন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরে ৯২ জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এ জন্য ছাত্রলীগের নেতারা চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে পাঁচ লাখ থেকে আট লাখ টাকা করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সব কটি নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা গতকাল বিকেলে সম্পন্ন হয়েছে। আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা। মোট ৯২ জনের নিয়োগ হওয়ার কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান নিজেদের পছন্দের কমপক্ষে ২০০ প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে উপাচার্য এম আলাউদ্দিনকে চাপ দিচ্ছেন। এ জন্য উপাচার্যের সঙ্গে গতকাল দুই দফায় দীর্ঘক্ষণ বৈঠকও করেন তাঁরা।

এই নিয়োগে আধিপত্য নিয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন। এ নিয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে আবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নিয়োগে আধিপত্য নিয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বেশ কয়েকবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনির উদ্দিন মোল্লা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ভাই, নিয়োগ নিয়ে খুবই বিপদে আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। বদলির চেষ্টা করছি, তা-ও হচ্ছে না। দোয়া কইরেন, যেন ভালয় ভালয় যাইতে পারি।'

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে গেলে দেখা যায়, উপাচার্যের কক্ষের সামনে রয়েছেন ছাত্রলীগের নেতারা। বেলা দুইটার দিকে উপাচার্যের সঙ্গে সভাকক্ষে বৈঠক করেন ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং তাঁদের সমর্থিত নেতারা। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে ওই বৈঠক শেষ হয়। এ সময় প্রশাসন ভবনের সামনে বসে ছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপাচার্যের সঙ্গে তাঁর বাংলোতে আবার বৈঠকে বসেন ছাত্রলীগের একই নেতারা। বৈঠক শেষে রাত সাড়ে আটটার দিকে উপাচার্য পুলিশি পাহারায় ক্যাম্পাস থেকে কুষ্টিয়া শহরে নিজ বাসায় চলে আসেন।

কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী ও ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রত্যেক প্রার্থীর কাছ থেকে পদ অনুসারে পাঁচ লাখ থেকে আট লাখ করে টাকা নিয়েছেন ছাত্রলীগের নেতারা। চাকরি না পাওয়ার আশঙ্কায় কোনো প্রার্থীই নাম প্রকাশ করে বক্তব্য দিতে চাননি।

কয়েকটি সূত্রে জানা গেছে, নিয়োগে সুবিধা নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছাত্রলীগের সাবেক নেতারাও তাঁদের স্ত্রী ও ভাইদের জন্য তদবির করছেন।

নিয়োগ নিয়ে ছাত্রলীগে তীব্র দ্বন্দ্ব: ৫ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার সময় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন শেখপাড়া বাজারে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনার পর মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করে দেওয়া হয়। ৭ আগস্ট ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে আবার সংঘর্ষ ও গুলিবিনিময় হয়।

নিয়োগ-বাণিজ্যের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত সাংগঠনিক সম্পাদক আবুজর গিফারি গাফফার *প্রথম আলোর* কাছে অভিযোগ করে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রায় ৭০০ আবেদনকারীর কাছ থেকে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা নিয়েছেন। পছন্দমতো প্রার্থীদের চাকরি দিতে তাঁরা প্রশাসনকে চাপ দিচ্ছেন।'

অভিযোগের ব্যাপারে গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান বলেন, 'আমি একটা মিটিংয়ে আছি। পরে কথা বলব।' পরে আর ফোন ধরেননি তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ-বাণিজ্য ও ছাত্রলীগের চাপের ব্যাপারে বক্তব্য জানতে গতকাল উপাচার্য এম আলাউদ্দিনের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি তা ধরেননি। রাতে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী সাইফুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কাল (শুক্রবার) বেলা তিনটায় সিন্ডিকেটের সভায় নিয়োগের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।'